বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীরমণী মোহন চক্রবর্ত্তী।

শতাব্দীর শেষে আজি, হে ঋষি প্রবর!
পুণ্য স্নানে করি স্নান স্মৃতি গঙ্গা জলে
তোমার মূরতি খানি, প্রতিষ্ঠা করিনু
পুণ্য পাদ পীঠ তলে বঙ্গ সাহিত্যের।
তোমার ভাস্বর কীর্ত্তি অর্য্য, অক্ষয়—
পুণ্যবারি বন্যা স্রোতে অভিষিক্ত করি
বঙ্গ সাহিত্যের যত তীর্থ-যাত্রী দলে,
স্তিমিত আলোকাধারে জ্বালালে প্রদীপ,
বঙ্গ সাহিত্যের চির আঁধার দেউলে।
পূর্ণ করি মাতৃপূজা তুমি গেছ চ'লে।
আজিও গগন-চুম্বি স্মৃতি-সৌধ তব,
অপলক নেত্রে চাহি, প্রশান্ত-উদার—
বিশাল বপুর তার পড়িয়াছে ছায়া,
দূর সভ্য জগতের সাহিত্য প্রাঙ্গনে।
মাতৃ-পূজা-যজ্ঞ-বেদীমূলে, মন্ত্রদ্রষ্টা,
হে ঋত্বিক ঋষি! ঘোর অমানিশি শেষে
শুক্ল প্রতিপদে, বঙ্গের সাহিত্যাকাশে,
বিস্ফারিত, হে বঙ্কিম চাঁদ! যুগ অবতার!
হে বিজয়ী বীর, বিজয় কেতন হস্তে
অগ্রদূত, বাংলার ললাট দুর্গ, সু-উচ্চ প্রাকারে।
পূর্ণ চন্দ্র জ্যোতিষ্ক সভায়, ত্রিদিবের সিংহাসনে
একচ্ছত্র অধিপতি, পূর্ণ তেজে নিদাঘ ভাস্কর।
হে মহর্ষি! তুমি আজ নাই; কণ্ঠ তব
রয়েছে বাঁচিয়া, তার সুরের ঝঙ্কার
যুগে যুগে শতাব্দীর মোহানার কূলে,
বঙ্গের হৃদয় তন্ত্রে উঠিবে ধ্বনিয়া।
সে গীতালি গাথা, শরতের পূর্ণিমা রাতে,
নিকুঞ্জের পুষ্প পুঞ্জে, জাগাবে স্পন্দন—
সহস্র বীণার তারে উঠিবে মূর্চ্ছন।

Printed by M. M. Mukherjee, at the Mukherjee Press, 5A, Nurmahammad Lane, Calcutta.